অনাবাদি পতিত জমিতে আবাদ, তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি এবং নির্বিঘ্নে বোরো ধান আবাদের জন্য কৃষক পরামর্শ

অনাবাদি পতিত জমিতে আবাদ:

বসত বাড়ির যে কোনো পতিত জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাড়ির সীমানা বরাবর ঔষধি গাছ/ফলের গাছ রোপন করতে হবে।হাওর এলাকা হওয়ায় বছরে ০৬ মাস বেশিরভাগ এলাকা পানিতে নিমজ্জিত থাকে এক্ষেত্রে প্রত্যেক বাড়িতে অত্যন্ত ২০ টি বস্তায় আদা/মরিচ আবাদ করতে হবে। এছাড়াও বস্তায় লাউ/সিম/বরবটি/করলা আবাদ করে ঘরের চালে তুলে দিতে হবে।বস্তায় কমপক্ষে ২ টি লেবু গাছ এবং ২ টি মাল্টা গাছ ও ১ টি পেয়ারা গাছ রোপন করতে হবে। এছাড়াও বাড়ির আশেপাশে পতিত জায়গায় কচু সহ পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করতে হবে।

তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি:

যে সকল জমিতে আমন ও বোরো ধান আবাদ হয় সে সকল জমিতে আমন ধান কর্তনের সাথে সাথে মাত্র ৮০ দিনে অধিক ফলন উপযোগী সরিষা বারি সরিষা ১৪ ও বারি সরিষা ১৫ আবাদ করতে হবে।সরিষা কর্তন করে নির্বিঘ্নে বোরো ধান আবাদ করা যাবে।এক্ষেত্রে বোরো ধানের বীজতলা পূর্বেই তৈরি করতে হবে। এছাড়াও যে সকল জমিতে শুধু বোরো ধান হয় সে সকল জমিতে পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে জমি চাষ দিয়ে সরিষা বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রেও বোরো ধানের বীজতলা পূর্বেই তৈরি করতে হবে। যে সকল জমিতে পাট ও আমন ধান আবাদ হয় সে সকল জমিতে আমন ধান কর্তনের সাথে সাথে সরিষা বারি সরিষা ১৪ আবাদ করতে হবে।

নির্বিঘ্নে বোরো ধান আবাদ:

হাওর ও নন হাওর এলাকায় পানি নেমে যাওয়ার পর দ্রুত বীজতলা করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে।বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স/অটোস্টিন দিয়ে শোধন করতে হবে। বোরো ধানের জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্রি ধান ২৮/ ব্রি ধান ২৯ পরিহার করতে হবে। ব্রি ধান ২৮/ ব্রি ধান ২৯ এ ব্লাস্ট এর আক্রমণ খুবই বেশি হয়। এক্ষেত্রে ব্রি ধান ২৮ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ৮৮ আবাদ করা যেতে পারে। উচু এলাকা অর্থ্যাৎ যে সকল এলাকায় ব্রি ধান ২৯ আবাদ হয় সে সকল এলাকায় ব্রি ধান ২৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ৮৯ করা যেতে পারে। এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক জাত ব্রি ধান ৯২, ব্রি ধান ৯৬, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ আবাদ করতে হবে। এছাড়াও উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ করতে না পারলে হাইব্রিড ধান (মিতালী ৪, ইস্পাহানি ৮,শক্তি, ব্রাক হাইব্রিড ৭৭৭ সহ অন্যান্য হাইব্রিড জাত) আবাদ করা যেতে পারে। বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান ২৫ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ধান ব্লাস্ট সহনশীল হওয়ায় আবাদ করা যেতে পারে। কম জীবনকাল সম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে অবশ্যই ৩০-৩৫ দিনের চারা রোপন করতে হবে। বোরো ধান রোপনের সময় অবশ্যই লাইনে রোপন ও ১০ লাইন পর অতিরিক্ত ফাকা(লোগো) রাখতে হবে এবং প্রতি বিঘা জমিতে ৪-৫ টি কন্চি স্থাপন করতে হবে। পরিমান মত ইউরিয়া সহ অন্য সার ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহারে রোগ ও পোকার আক্রমন বেশি হয়। ধানের কুশি আসা ও কুশি উৎপাদনের সময় এবং কাইচ থোর আসার ৫-১০ দিন পূর্বে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। কাইচ থোর হতে ফুল আসার পূর্বে ২-৪ ইন্চি পানি ধরে রাখতে হবে দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, দীর্ঘ শিশিরে ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এরকম আবহাওয়া বিরাজ করলেই বোরো ধানের ব্লাস্টের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে যে সকল স্থানে বা ক্ষেতে বিগত মৌসুমে ধানে ব্লাস্টের আক্রমন ছিল সে সকল ক্ষেতে অবশ্যই ব্লাস্ট প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। শিষ বের হওয়ার পূর্বে ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ঔষধ অথবা ট্রুপার, নাটিভো,দিফা,ব্লাস্টিন,ফিলিয়া সহ অন্যান্য অনুমোদিত বালাইনাশক সঠিক মাত্রায় কমপক্ষে ০২ বার স্প্রে করতে হবে। ব্লাস্ট দেখা দিলে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং ইউরিয়া সারের প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। বোরো ধান শতকরা ৮০ ভাগ পরিপক্ক হলে সাথে সাথে কর্তন করতে হবে।

প্রচারে: উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।